দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৫

রাবি আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালীব বিদেশী অনুদানের ১৭ লাখ ৬১ হাজার টাকা আত্মসাত করেছেন বলে বিচার বিভাগীয় তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আদালত অপরাধ আমলে নিয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৪২০ ধারায় আসামী ড. গালীবের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ঢাকার সিএমএম আদালত সমন জারি করেছে। ড. গালীবের বিরুদ্ধে আরও পৌনে ১১ লাখ টাকা আত্মসাতের পৃথক এক মামলার অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। এ ঘটনাকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ও সুধী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

আর্জির অভিযোগ ও বক্তব্যমতে, ড. গালীব ১৯৯২ সালে ঢাকাস্থ দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সের কাছ থেকে ঢাকাস্থ তাওহীদ ট্রাস্টের (ড. গালীব এ সংস্থার আমির ছিলেন বর্তমানে বরখাস্ত) নামে ১৭ লাখ ৬১ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত চেক অসৎ উদ্দেশে ট্রাস্টের এ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে নিজের এ্যাকাউন্টে (রাজশাহীতে) জমা দিয়ে আত্মসাত করেন। ট্রাস্টের কোন সদস্যকেও এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। প্রায় এক দশক সে চেকের ব্যাপারে তথ্য গোপন করে রাখেন। সাম্প্রতিক বছরে দূতাবাস সূত্রে বিষয়টি জানাজানি হলে ট্রাস্ট নির্বাহীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। একপর্যায়ে ড. গালীব ঘটনার সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হন এবং গত ২৫ মে, ২০০০ তারিখে ড. গালীবের সভাপতিত্বে ট্রাস্ট সভায় লিখিতভাবে ওয়াদাবদ্ধ হন পরবর্তী বৈঠকে হিসাব দেয়ার জন্য। কিন্তু উক্ত সভার পর হতে ড. গালিব ট্রাস্টের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেননি। বহুবার লিখিত তাগাদাপত্র দিলেও ড. গালীব ট্রাস্টের ফাণ্ডে টাকা জমা না দিয়ে টালবাহানা করেন। ট্রাস্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ মে ঢাকার সিএমএম আদালতে উক্ত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ড. গালীবকে আসামী করে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হলে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়। ইতোমধ্যে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত গত ৩১ জুলাই আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারির আদেশ দেয়। ইতোমধ্যে আসামী সমন পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে একই আদালতে একই তারিখে দায়েরকৃত এক ফৌজদারী মামলা আর্জির অভিযোগে বলা হয়েছে ড. গালীব তাঁর নিজ ডক্টরেট থিসিস থেকে পৌনে ১১ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে আত্মসাত করেছেন। থিসিসে রয়্যালিটি বাবদ ৬ লাখ টাকা এবং পরবর্তী সময়ে বই আকারে থিসিস ছাপানোর জন্য ৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ট্রাস্ট থেকে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ করেন। শর্তমতে থিসিসের স্বত্বাধিকার ট্রাস্টের রাজশাহীস্থ প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে লিখে দেবেন। কিন্তু অদ্যবধি স্বত্বাধিকার লিখে দেননি এবং লিখিত ওয়াদাবদ্ধ হলেও ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি।